[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বুধবার বিকেলে বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে গণসংযোগ করেন। গণসংযোগের সময় সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইমরান হাবিব, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আশিকুজ্জামান পিন্টুসহ অনেকে।

এমএ খালেক প্রথমে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজার, নওপাড়া বাজার ও পরে সাহারবাটী বাজারের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ করেন। ওই সকল জায়গার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে গিয়ে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন।

এসময় এমএ খালেক বলেন, বর্তমান সরকার জনগনের সকল চাহিদা পুরুন করে প্রসংশিত হয়েছে। গৃহহীন পরিবারকে করে দিয়েছেন পাকা বাড়ি, ভুমিহীনকে দিয়েছেন মাথা গোজার ঠাঁই। যা কোন সরকারের আমলেই সম্ভব হয়নি। বড়বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশকে পৌঁছে দিয়েছে উন্নয়নের শিখরে। লাখোলাখো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বহিঃবিশ্বে মানবতার মা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। নিম্ন আয়ের বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরিত করার প্রত্যয়ে কাজ করে চলেছে। বড়বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে৷ আওয়ামিলীগ সরকার। এসকল উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে। আবারো নৌকাকে বিজয়ী করতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের একযোগে কাজ করার আহবান জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক। সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে জেলার গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে স্বামীর দায়ের করা

মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের সমন

বুধবার (২ আগস্ট)স্বামী মোঃ মামুনুর রশিদের ২০১৮ সালের যৌন নির্যাতন আইনের ৩ ধারাতে করা একটি নালিশি মামলার আবেদন আমলে নিয়ে গাংনীর আমলী আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ বাদীর স্ত্রী তহমিনা খাতুন (২৭)এর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন।

মামলার আবেদনে বাদী তার স্ত্রীকে একজন কুচক্রী, ফন্দিবাজ, যৌতুকলোভী, পরকিয়া প্রেমের অধিকারী ও সংসার নষ্টকারী মহিলা বলে দাবী করে সুবিচারের আবেদন করেছেন।

বাদীর নালিশের বর্ণনা থেকে জানা গেছে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট গাংনীর বানিয়াপুকুরের মোঃ মামুনুর রশিদ ও যুগিন্দার তহমিনা খাতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মামলার সাক্ষি তার সন্তান তাসনিমের জন্মের পর জীবিকার তাগিদে স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন রেখে তিনি প্রবাসে (সিঙ্গাপুর) সাত বছর কাটান। প্রবাসে থাকা কালীন সময়ে তার পাঠানো টাকা পয়সা ও অলঙ্কার আসামী তার নিজ পিতা-মাতার বাড়ীতে রেখে দেয় এবং সেখানে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। বাদী দেশে আসার পর বাদী ও আসামী কিছুদিন একত্রে সংসার করলেও ৪ মাস পূর্বে তহমিনা খাতুন বাড়ীর ১ বিঘা জমি তার নামে জমি রেজিস্ট্রী ও নগদ দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে তার ব্যাংক হিসাবে রাখার দাবী করে সন্তানদের রেখে বাবার বাড়ীতে চলে যায়। স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার একাধিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বাদী সুবিচার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন।

গাংনীতে ফেন্সিডেল সহ মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেন্সিডেল সহ পলাশ আহমেদ (২৯) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে সিপিসি র্যাব-১২।

বুধবার (২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সিপিসি-মেহেরপুর র্যাব-১২র সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার গোলাম মারুফ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, মঙ্গলবার (১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সহড়াতলা (মাদ্রাসাপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৫ বোতল ফেন্সিডেলসহ তাকে আটক করে।

আটক পলাশ আহমেদ উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের হালসানাপাড়ার মিনহাজ আলীর ছেলে।

সিপিসি র্যাব-১২ মেহেরপুর সূত্রে জানা গেছে, র্যাবের একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সহড়াতলা (মাদরাসাপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৫ বোতল ফেন্সিডেল সহ পলাশ আহমেদ নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করে। এ সময় তার কাছে থেকে মাদক কেনাবেচার কাজে ব্যবহৃত ১টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আটক পলাশের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই মাদক কারবারি দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর কাছে কেনাবেচা করে আসছিল বলেও জানান র্যাবের ওই কর্মকর্তা।

গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার সকাল ১০টায় গাংনী উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার(ভুমি) নাদির হোসেন শামীম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ,ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ,সাংবাদিক ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধি বৃন্দ।

গাংনীর ধানখোলা গ্রামে চাচাত ভাইদের হামলায় মা ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলালা মাঝের পাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মা ছেলেকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহতরা হলেন- ধানখোলা গ্রামের ইয়ামিনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম(৩০) ও তার স্ত্রী রোকেয়া খাতুন(৪৬)।

এসময় আহতদের রান্নাঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ইয়ারুল ইসলাম জানান, চুয়াডাঙ্গার আহসান মিয়ার ৮শতক জমির মধ্যে ৫শতক জমি ক্রয় করেন ইয়ারুল ইসলামের চাচাত ভাইয়েরা। বাঁকি ৩ শতক জমিতে প্রায় ৬০ বছর যাবত ঘর থাকায় উক্ত তিন শতক জমি আহসান মিয়ার নিকট থেকে ইয়ারুল ইসলাম ক্রয় করতে চাইলে বাঁধা দেয় ছিয়ামিনের তিন ছেলে আহাম্মদ, জিয়ারুল ও জিনারুল ইসলাম। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে ছিয়ামিনের তিন ছেলে আহাম্মদ, জিয়ারুল ও জিনারুল ইসলাম লোহার রড ও বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেন ইয়ারুল ইসলাম ও তার মা রোকেয়া খাতুনকে। শুধু তাই নয়, এসময় ইয়ারুল ইসলামের রান্নাঘর ও আসবাপত্র ভাংচুর করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

মুজিবনগরে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে ৫ ই আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক -দিবস- ২০২৩ পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাকিব, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলমসহ উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক ও উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্ধ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ৫ ই আগষ্ট ও ১৫ ই আগষ্ট এই দুটি দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহনের বিষয়ে সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

মুজিবনগরে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনে এমপি এর বিশেষ বরাদ্দ হতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা উপস্থিত থেকে এসব ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী-কমিশনার ভূমি নাজমুস সাকিব, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলম, উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিচার লিডারের সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু।

এ সময় ৩৭ টি পরিবার এর মাঝে ৪৪ বাইন টিন ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো. তরিকুল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে বাদী মামলা দাখিল করেন। আদালত মামলা আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই)

তদন্তের নির্দেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৫৮৪/২০২৩।

মলার বাকি আসামীরা হলেন- সাবেক মেয়র মতুর ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ

ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ.ম হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল ও নুর জামাল জামান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষে আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ

গত ২৯ শে জুলাই ঢাকার প্রবেশপথে বিএনপি ঘোষিত শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হামলা, নির্যাতন ও গণ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন,আব্দুর রহমান, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, ‘এমপিত্ব চাইনা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই। এমপি, মন্ত্রী অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দের এক হওয়ার। আমি আহবান জানাই বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক হয়ে রাজপথে নামবে।’

ক্ষমতাসীন দলকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুন আরো বলেন বলেন, ‘আপনাদের ডিএসবি, এনএসআই, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন দিনের আলোয় ভোট হলে আওয়ামী লীগ শতকরা ১০% ভোটও পাবে না। আজকের এই সমাবেশে আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাই না, কারণ আমি জানি প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। আমরা শুধু বলতে চাই ঘরে বসে কমিশনের টাকা খেয়ে যারা বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন যদি রাস্তায় নামতে বাধ্য করেন, যদি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে রাস্তায় নামি, যারা আমার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন, ষড়যন্ত্র করছেন লুটপাট করেছেন, আমি বলছি তাদের সকলের বাড়ি ঘর ঘেরাও করে সকল অপরাধের হিসাব নেব। আমাদের সকল নেতা আজকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, প্রতিদিন আমাদের ঐক্য বাড়ছে, আর আপনারা হালুয়া রুটি ভাগ করতে যেয়ে দলকে সাত ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন।’